CINEMA
নিউজ 2 | গসিপ 3
ফিচার 4 | স্টার টক 5

SPORTS
গসিপ 6 | ফিচার 7
স্টার টক 8

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ২১ এপ্রিল ২০১৭

বিনোদন

বিনোদনের ক্রোড়পত্র

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

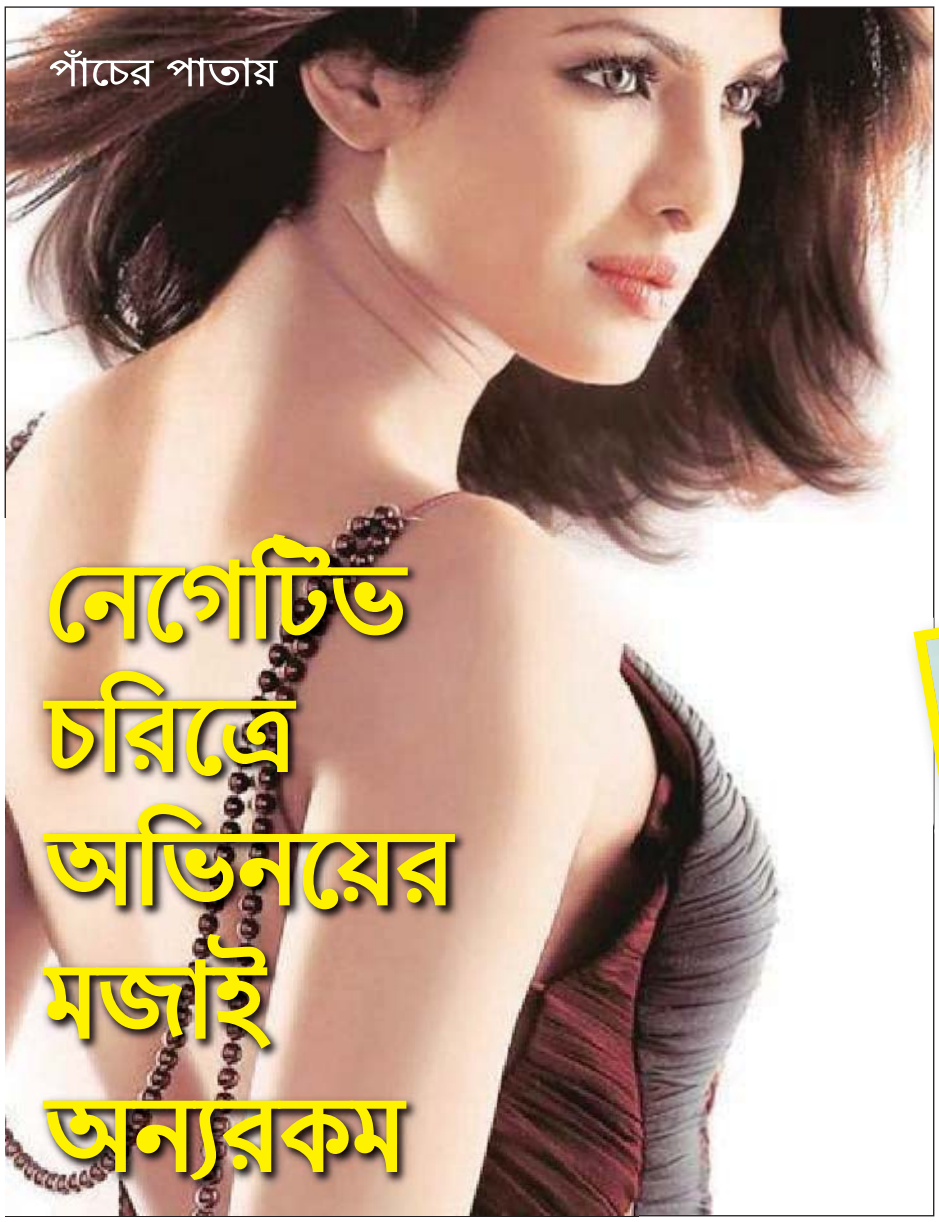

যুগশঙ্খ
SUPPLI
শুক্রবার, ২১ এপ্রিল ২০১৭

টিভিতে
বাংলা সিরিয়াল

স্টার জলসা

১৭.৩০ ইচ্ছেনদী
১৮.০০ দেবীপক্ষ
১৮.৩০ পটলকুমার গানওয়ালা
১৯.০০ কুসুম দোলা
১৯.৩০ কে আপন কে পর
২০.০০ অগ্নিজল
২০.৩০ স্বপ্ন উড়ান
২১.০০ মিলন তিথি
২১.৩০ পুন্যি পুকুর
২২.০০ রাখী বন্ধন

জি বাংলা

১৭.০০ দিদি নাম্বার ওয়ান
১৮.০০ রাধা
১৮.৩০ এই ছেলেটা ভেলভেলেটা
১৯.০০ তবু মনে রেখো
১৯.৩০ স্ত্রী
২০.০০ জরোয়ার ঝুমকো
২০.৩০ আমার দুর্গা
২১.০০ বিকেলে ভোরের ফুল
২১.৩০ ছদ্মবেশী
২২.০০ সারেগামাপা

যুগশঙ্খ SUPPLI team
JUST বিনোদন

শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), সুদীপ্ত বিশ্বাস, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, সুদীপ্ত চৌধুরী, সৌম্য নিয়োগী, রাহুল চক্রবর্তী

শুধু দেখা নয়, এবার স্পর্শ করতে পারবেন সিনেমাকে

চোখে কালো চশমা। আর সামনে চলছে থ্রিডি ছবি। এত অনেক পুরনো ধ্যান-ধারণা। এবার আসতে চলেছে ১৬ডি। থ্রিডি ভুলে গিয়ে কষে সিট বেল্ট বেঁধে বসে পড়ুন সিনেমাহলে। বিশ্বের প্রথম ১৬ডি ফিচার ফিল্ম মুক্তি পেতে চলেছে। ছবির নাম 'ব্যাংকচোর'। অভিনয়ে আছেন রিতেশ দেশমুখ, বিবেক ওবেরয় এবং রিয়া চক্রবর্তী। তিনজনই লুটেরা। ব্যাংক ডাকাতির ছক কষেন তাঁরা। দর্শকদের মনে হবে তারাই ব্যাংকের কোনও একজন পণবন্দি। সিনেমার মধ্যেই যেন তাঁরা ঢুকে পড়েছেন। চোখ দিয়ে যেমন দেখবেন, কান দিয়ে যেমন শুনবেন তেমনি স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ চিন্তা কল্পনা সবই অনুভব করতে পারবেন এই ছবি দেখতে বসে। ওয়াই ফিল্মস নিবেদিত এই ছবির জন্য প্রযুক্তিগতভাবে নিজেদের পরিকাঠামো আরও উন্নত করছে মাল্টিপ্লেক্সগুলো। এই ধরনের সিনেমা এবার ভারতে প্রথম। এই ছবির বিষয় নিয়ে রিতেশ দেশমুখ জানান, এই ছবির একজন অংশ হতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছেন। শুধু তাই নয়, 'ভারতের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এই ধরনের টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন প্রথম। থ্রিডির যুগ শেষ এবার ১৬ডি-র মজা নিতে হলমুখী হবেন দর্শকরা। আমি একজন ব্যাংকচোর হয়ে অনেকের মন চুরি করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখি', বলে জানান অভিনেতা। অন্যদিকে এই ধরনের ছবিতে কাজ করা মানে মাটিকে পুরো হেলিয়ে দেওয়া বলে মনে করেন বিবেক ওবেরয়। এই প্রথম তিনি এই ধরনের কোনও প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আর এই ছবি তাঁর কেরিয়ারের একটি মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করেন বিবেক। আশিস পালের প্রযোজনায় এই ছবিটি হলগুলিতে হিট করতে চলেছে আগামী ১৬ জুন।

বাংলা সিরিয়ালে এবার ভূত-মেম?

টিআরপি একেবারে নীচে। তারপর তালিকার শেষের দিক থেকে প্রথম হওয়ার পরে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া প্রচেষ্টা। নতুন নায়িকার আবির্ভাব। শুরু সমান্তরাল প্রেম। আর এই নিয়েই এগিয়ে চলেছে স্টার জলসার 'মেমবউ' ধারাবাহিক। তবে বহু যুগ থেকেই বাংলা সিরিয়ালে চলে আসছে একটি ট্রেন্ড। দুই বউ ছাড়া ধারাবাহিক নাকি চলে না। আর আপাতত সেই ট্রেন্ডকে কাজে লাগিয়েই এগিয়ে চলছে 'মেমবউ' ধারাবাহিক। বেশ কিছুদিন ধরেই দর্শকেরা আঁচ পাচ্ছিলেন যে গল্পের মোড় ঘুরতে পারে। বড় কিছু কাণ্ড হয়তো ঘটতে পারে। কারণ সিরিয়ালের গতিপ্রকৃতি সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছিল বার বার। কিন্তু শেষমেশ এই ভাবনার আয়নায় পড়ল চিড়। সিরিয়ালের মোড় ঘুরতে চলেছে। একটি এপিসোডে দেখা গেল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেমবউ ক্যারল এবং সঙ্গে তাঁর স্বামী কৌস্তভ। আর তারপরেই যা ঘটল তাতে অনেকের হাড় হিম হয়ে যাওয়ার জোগাড়। আয়নায় মেমবউয়ের প্রতিবিম্বের চোখ যেন ক্রমশই মণিহীন হয়ে যায়। দর্শকের মনে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। তাহলে মেমবউ কি এবার ভূত বউ? আর এই ভূতবউয়ের আবির্ভাব মেমবউ ধারাবাহিকে? তলিয়ে যদি ভাবতে যান তাহলে ১ এপ্রিলের এপিসোডের কথা মনে করুন। মেমবউ খুন এবং আয়নার সামনে ভূত মেমের আবির্ভাব। তবে কি বধূবরণের ঝিলমিলের মতো এবারও কি মেমবউ নতুন নায়িকার জীবন অতিষ্ঠ করতে দেবে। এর উত্তর স্বয়ং রয়েছে পরিচালকের কাছে। তবে বেশ কয়েকমাস মরে যাওয়ার পরেও সেই মানুষের অস্তিত্বের ছোঁয়া দিচ্ছে বেশকিছু ধারাবাহিক। প্রথমে 'বধূবরণ' আর এবার 'মেমবউ'।

১২ মে মুক্তি পাচ্ছে গোপাল বসুর 'স্বপ্নশিশির'

সিনেম্যানের প্রযোজনায় আগামী ১২ মে মুক্তি পাচ্ছে পরিচালক গোপাল বসুর একেবারে ভিন্নস্বাদের কাহিনিচিত্র 'স্বপ্নশিশির'। বর্তমানে যুবসমাজ কীভাবে প্রতিনিয়ত সমাজের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে তাই তুলে ধরা হয়েছে এই ছবির মাধ্যমে। পরিচালকের কথায় এই ছবির বেশিরভাগ শুটিং হয়েছে পুরুলিয়ার পিরেরগড়িয়া গ্রামে। এছাড়াও ছবির প্রয়োজনে এবং দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য পুরুলিয়ার ছৌ-নাচকেও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পুরুলিয়ার বড়মুকরো গ্রামে ছৌ-নাচের দৃশ্যটি শুট করা হয়েছে। ছবিতে নায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে 'মিরাক্কেল'খ্যাত ভিকিকে। নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে সৌমি ঘোষকে। নায়কের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক কঙ্কাবতী দত্ত।

সিনেমা প্রসঙ্গে পরিচালক জানান, 'সিনেমায় প্রত্যেকেই নিজের নিজের চরিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এমনকী নায়িকার ভাই ছোট্ট শিবু ওরফে শুভজিত ঘোষ খুব ভালো অভিনয় করেছে। ছবিতে নারীপাচারকারীর বিশেষ চরিত্রে পাওয়া যাবে শর্মিষ্ঠা নাগকে।'

তিনি আরও জানান, 'সিনেমায় অরিলজিন্যাল পুরুলিয়ার ভাষা তুলে ধরা হয়েছে। সেটি সম্ভব হয়েছে ছবির ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর কমল রায় এবং তাঁর স্ত্রী তাপসী রায়ের জন্য।

'স্বপ্নশিশির' ছবিটির স্ক্রিপ্টরাইটার এবং স্টোরি রাইটার শিবানন্দ মুখোপাধ্যায়। ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক কল্যাণ সেন বরাট। সম্পাদনা করেছেন তাপস চক্রবর্তী। চিত্রগ্রহণ করেছেন বাবুল কুমার রায়। দর্শকদের মধ্যে 'স্বপ্ন শিশির' ভালোরকম সাড়া ফেলবে বলে আশাবাদী পরিচালক গোপাল বসু।

CINEক্যুইজ

'যুগশঙ্খ'-এর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য চলছে এই জমজমাট সিনে-ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় দেওয়া হচ্ছে চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত একটি ছবি। আপনাকে দিতে হবে সেই ছবির সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব। এক মাসে চারটি ক্যুইজেরই সঠিক জবাব দেবেন যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে দশজনকে। এই দশজন পাবেন ১০০ টাকা করে পুরস্কার। সুতরাং, এখনই একটি সাধারণ পোস্টকার্ডে উত্তর লিখে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। জবাব দিতে পারেন ই-মেইলেও। ই-মেইল ঠিকানা: jugasankha.supplement@gmail.com

উপরের ছবিটি এমন এক অভিনেতার যিনি বলিউডের প্যারালাল সিনেমার জগতে এক ব্যতিক্রমী নাম। 'অঙ্কুশ', 'কাশ', 'ড্যাডি' ইত্যাদি ছবিতে তাঁর প্রতিভার ছাপ রাখেন ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার এই প্রাক্তন ছাত্রটি। তাঁর স্ত্রী কিরণ খেরও বলিউডে অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। **কে এই অভিনেতা জবাব দিন আগামী ২৯ মে-র মধ্যে।**

সিনে ক্যুইজ, জাস্ট বিনোদন
যুগশঙ্খ, ৩২১ শান্তিপল্লি, রাসবিহারী কানেক্টর, কসবা, থার্ড ফ্লোর, দিল্লি পাবলিক স্কুলের কাছে, কলকাতা-৭০০১০৭

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ২১ এপ্রিল ২০১৭

বলিউডের গ্ল্যাম কুইনকে পাল্লা দিতে পারেন টলিউডের নুসরত

দেশ হোক বা বিদেশ, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হোক বা ফিল্ম প্রোমোশন; তাঁর উপস্থিতি চোখ টানবেই, এমনই তাঁর গ্ল্যামার। তাঁর ডেবিউ ফিল্ম থেকেই এই গ্ল্যামারের ছটা টের পেয়েছিল বলিউড। নবাগতা হলে কী হবে, শাহরুখ খানের সঙ্গে এক ফ্রেমে থেকেও তিনি নজর কেড়েছিলেন সকলের। তিনি দীপিকা পাড়ুকোন। সময়ের সঙ্গে সেই তাঁর গ্ল্যামার বেড়েছে বই কমেনি। 'ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি'র চশমিশ লুকস হোক বা 'ট্রিপল এক্স'-এর বোল্ড অবতার, সব চরিত্রেই তিনি সমান গ্ল্যামারাস। শুধু তাই নয়,পর্দার বাইরেও দীপিকার জবাব নেই। সব রকম পোশাকে তিনি সাবলীল। পাশাপাশি, এক্সপেরিমেন্ট করতেও ভয় পান না মোটেও। তাই তাঁর স্টাইলিস্ট অনেক ধরনের পোশাকেই সাজিয়ে তোলেন দীপিকাকে। এখন এমনই পরিস্থিতি যে, দেশ হোক বা বিদেশ, যে কোনও রেড কার্পেট দীপিকাকে ছাড়া ম্লান। তাঁর গ্ল্যামারে মজেছেন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ও। শোনা যাচ্ছে, দীপিকাই নাকি তাঁর লেটেস্ট মিউজ।

বলিউডের সঙ্গে টলিউডের কোনওভাবেই তুলনা চলে না। কিন্তু তারপরও যদি তুলনা করতে হয়, সেক্ষেত্রে দীপিকাকে গ্ল্যামারের দিক থেকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন টলিউডের একজনই, নুসরত জাহান। যদিও ওয়ার্কআউট করতে পছন্দ করেন না এই অভিনেত্রী। নিজেই রান্না করেন সুস্বাদু সব পদ। খেতেও ভালোবাসেন। তবুও তাঁর ফিগার জাস্ট পারফেক্ট। টলিউডে গ্ল্যামার কুইন বলতে এখন তাই নুসরতের নামই সকলের মুখে আসে। তিনি শর্ট বডিকন ড্রেসে যতটা সেক্সি, ঢাকাই শাড়িতেও ততই মোহময়ী। অবশ্য নায়িকার সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশাল ফ্যান ফলোয়িং দেখলেই অবশ্য সেটা মালুম পড়বে।

আমি ছাড়া বলিউডে ১৫ বছর কোনও অভিনেত্রী টিকতে পারেনি: বিপাশা

গডফাদার না থাকলে কোনও প্রতিযোগিতায় যেমন টেকা যায় না, তেমনি বলিউডও এর ব্যতিক্রম নয়। সেই বলিউডেও কোনও খুঁটি ছাড়া নিজের জায়গা তৈরি করেছেন বিপাশা বসু। রুপোলি পর্দায় যথেষ্ট ভালো জায়গায় ছিলেন তিনি। এখন তেমন সিনেমা না করলেও নিজের জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছেন তিনি। আর তাই নিজেকে নিয়ে যথেষ্ট অহঙ্কার বিপাশার। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'বলিউডে কেউ ১৫ বছরের বেশি টেকেন না, কিন্তু আমি টিকে গেছি।' সম্প্রতি হায়দরাবাদে এক অনুষ্ঠানে গিয়ে এ কথা বলেন বিপাশা। তবে হায়দরাবাদে তিনি কোনও ছবির কাজে নয়, গিয়েছিলেন অন্য একটি কাজ নিয়ে। 'টিচ ফর চেঞ্জ' নামের একটি প্রকল্পের প্রচারে।

আগামী মাসেই বিবাহিত জীবনের এক বছর পূর্ণ করবেন বিপাশা। এ প্রসঙ্গে অভিনেত্রী জানান, কীভাবে এই সময়টা কেটে গেছে তিনি বুঝতেই পারেননি। সম্প্রতি এক ফ্যাশন শোয়ের উদ্যোক্তরা তাঁকে অপেশাদার বলে মন্তব্য করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিপাশার বলেন, 'তারকা জীবনের অংশই হল বিভিন্ন ধরনের গুজবে জড়িয়ে যাওয়া। সেসবে আমি কর্ণপাতও করি না। পেশাদার না হলে, এই ইন্ডাস্ট্রিতে কারও পক্ষে এত দীর্ঘসময় টিকে থাকা সম্ভব নয়।' তবে এই মুহূর্তে তিনি কোনও ছবির শুটিং না করলেও, বেশ কিছু ছবির চিত্রনাট্য পড়ছেন। পছন্দ হলে নিশ্চয়ই কাজ শুরু করবেন বলেও জানিয়েছেন। ক'দিন বাদে সলমন খানের সঙ্গে 'দাবাং' ট্যুরে যাচ্ছেন বিপাশা। সেখানেও নিশ্চয়ই কোনও না কোনওভাবে খবরের শিরোনামে আসবেন তিনি— এমনই ভাবছেন বলিউড সমালোচকেরা।

সলমন-ক্যাটরিনার ঘনিষ্ঠতায় আপত্তি নেই লুলিয়ার

রণবীর কাপুরের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সলমন খানের কাছে ফিরেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। এর মধ্যে রোমানিয়ান সুন্দরী মডেল লুলিয়া ভান্তুরের প্রেমের গুজব রটেছিল বলিউডে। কিন্তু বর্তমানে লুলিয়াকে সময় দেওয়া বাদ দিয়ে অস্ট্রিয়ায় ক্যাটরিনার সঙ্গে রোমান্টিক দৃশ্যের শুটিংয়ে ব্যস্ত সলমন। তাই গোটা বলিউড জুড়ে আপাতত একটাই জল্পনা— এই মুহূর্তে কী ভাবছেন লুলিয়া!

২০১২ সালের 'এক থা টাইগার' ছবির সিক্যুয়েল 'টাইগার জিন্দা হ্যায়'-এর শুটিং চলছে অস্ট্রিয়ার মনোরম লোকেশনে। ক'দিন আগে সলমন-ক্যাটরিনার একটি অন্তরঙ্গ ছবি প্রকাশ পায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। লুলিয়াকে বাদ দিয়ে এবার ক্যাটরিনার সঙ্গে ফের নতুন সময় শুরু করতে চান সলমন, এমনই শোনা যাচ্ছে বলিউডে। তবে এসব জল্পনার মাঝেই এক কাণ্ড ঘটালেন রোমানিয়ান মডেল লুলিয়া ভান্তুর। সলমনের ছবিটিতে লাইক করেন লুলিয়া। অর্থাৎ, সলমনের সঙ্গে ক্যাটরিনার স্ক্রিন শেয়ার ও সখ্যে তাঁর কোনও অসুবিধা নেই এই বার্তাই দিয়েছেন লুলিয়া, এমনটাই মনে করছেন অনেকে। মুখে কিছু না বলে ছবিতে লাইক করে এমনটিই হয়তো সলমন-ক্যাটরিনাকে বোঝাতে চেয়েছেন লুলিয়া।

এই ছবিতে আইএসআই ও র-এজেন্ট হিসাবে দেখা যাবে ক্যাটরিনা ও সলমনকে। সলমন র-এর এজেন্ট; নাম টাইগার। ক্যাটরিনার নাম জয়া। তিনি আইএসআই-এর এজেন্ট। কিছুদিন আগে ছবির পোস্টার মুক্তি পেয়েছিল। তার ট্যাগলাইনে লেখা ছিল, একজন ভারতীয় এজেন্ট। একজন পাকিস্তানি গুপ্তচর। কিন্তু তাদের শত্রু একই। আলি আব্বাস জাফর পরিচালিত সিনেমাটি চলতি বছরের বড়দিনের সময় মুক্তি পাবে।

শরীর নিয়ে অকপট নার্গিস ফাকরি

'একজন নারীর সেক্স ছাড়া থাকাটা অসম্ভব'

কোনও রাখঢাক না রেখে একেবারে খুল্লামখুল্লা মন্তব্য করতে আজকাল দেখা যাচ্ছে টিনসেল টাউনের আভিনেতা কিংবা অভিনেত্রীদের। কখনও সেটা ছোট বয়সে যৌন হেনস্তার কথা হোক আবার সিনেমার অফার পাওয়ার জন্য নিজেকে বিকিয়ে দেওয়ার স্বীকারোক্তি হোক। কোনও কিছুই মুখে আটকায় না তাঁদের। নতুন প্রজন্মের যাঁরা, তাঁদের খোলা এই মন্তব্য মাঝেমধ্যে তাদের খবরের শিরোনামে টেনে আনে। আর এই নতুন প্রজন্মের তারকাদের মধ্যে এমনই একজন হলেন নার্গিস ফাকরি। বিভিন্ন সময় তাঁর করা মন্তব্য হইচই ফেলে দিয়েছে গোটা বি-টাউন জুড়ে। তিনি একসময় বলেন, ৬০ বছর বয়সি মহিলারা নিজেদের যৌন জীবন থেকে নিজেদের কেন বঞ্চিত করে রাখেন তিনি তা বুঝতে পারেন না। তিনি মনে করেন এই বয়সে তাঁরা বেশি বুদ্ধিমতি হন সেই সঙ্গে তাঁদের ঋতুচক্র থেমে যায়। শুধু তাই নয়, নিজের স্তন নিয়ে অভিনেত্রী যা জানান তা হল, তাঁর স্তন যদি সত্যি বড় হতো তবে সকলে সেটা নিয়ে কথা বলত। কিন্তু ছোট স্তনের জন্য একটু-আধটু আফশোস রয়েছে তাঁর। কখনও-সখনও নিজের নাক নিয়ে তাঁর নাকি খুঁতখুঁতে বাইও কাজ করে। এছাড়াও তিনি রাখঢাক না রেখেই বলে ফেলেন তাঁর শরীরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ হল নিতম্ব। স্তনও খুব সুন্দর। গোটা শরীর তাঁর সুন্দর বলে মনে করেন অভিনেত্রী। আর বলিষ্ঠ সুঠাম নিটোল শরীর ধরে রাখতে নিয়মিত ওয়ার্কআউট করতে ভোলেন না তিনি। এখন বি-টাউন জুড়ে কসমেটিক সার্জারির ছড়াছড়ি। সম্প্রতি আয়েশা টাকিয়া নিজেকে আরও সুন্দর দেখাতে এই সার্জারির আশ্রয় নিয়েছিলেন। কসমেটিক সার্জারির বিষয়ে অভিনেত্রী মনে করেন যাঁরা ট্রমায় ভোগেন তাঁদের জন্য সার্জারি। যাঁরা সবসময় নিজের বয়সকে কুড়ির মধ্যে আটকে রাখতে চান তাঁদের জন্য এটা ঠিকঠাক। কিন্তু যদি সামান্য লিফট করা যায় তাহলে বেকার কষ্ট কেন পেতে হয়। এছাড়াও তিনি এক সাক্ষাৎকারে সেক্স এবং নারীর একটি প্রশ্নে অকপটে জানান, 'একজন নারীর পক্ষে সেক্স ছাড়া থাকাটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেক্স আমাদের প্রয়োজন। যদি কেউ বলেন তাঁদের সেক্স প্রয়োজন নেই সেটা পুরোপুরি মিথ্যে কথা। একটা সময় সেটা সেক্স পর্যন্ত গড়ায়। আর শেষ পর্যন্ত সেক্সই স্বমহিমায় বিরাজ করে।' এছাড়াও অভিনেত্রী বলেন তিনি যে কারোর সঙ্গেই ডেটিং করতে পারেন। তবে তাঁর *** সাইজটা একটু বড় হতে হবে ব্যস। আর এইসব ক্ষেত্রে ইমরান তাঁর পছন্দের তালিকায় রয়েছে। ইমরানের সঙ্গে প্রচুর চুমুটুমুও খেয়েছেন তিনি।

এখনই মা হতে চাই না

২০১৫ সালে বিপাশা বসু শেষবারের মতো 'অ্যালোন' ছবিতে অভিনয় করেন। বিপাশার বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন করন সিং গ্রোভার। গতবছর করনকে জীবনসঙ্গী বেছে নিয়ে বিয়ে করেন তারা। এক বছরের দাম্পত্যে সুখেই আছেন এই তারকা জুটি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে- কবে মা হচ্ছেন বিপাশা? এবার এই প্রশ্নের জবাব দিলেন নায়িকা।

মা হওয়ার প্রসঙ্গে বিপাশা বলেন, তাদের এখনও কিছুটা নিজস্ব সময় প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সব কানাঘুষো ও জল্পনা উড়িয়ে জানিয়ে দিলেন, এখনই মা হওয়ার কোনও পরিকল্পনা তার নেই।

Just বিনোদন

যুগশঙ্খ SUPPLI

শুক্রবার, ২১ এপ্রিল ২০১৭

দুই ইন্ডাস্ট্রির দুই স্টাইল কুইন

সোনম & স্বস্তিকা

বলিউডের ফ্যাশনিস্তা যদি কাউকে বলতেই হয়, তিনি সোনম কাপুর। আর তাঁকে এই তকমাতেই চেনেন সকলে। এমনকী, এই ফ্যাশনিস্তা ট্যাগটা আস্তে আস্তে তাঁর জন্য এতটাই ভারী হয়ে যায় যে অভিনেত্রী হিসাবে তাঁর নামডাকও অনেকটাই ঢাকা পড়ে যায় এই ফ্যাশন-ট্যাগের তলায়। শুরু থেকেই সোনম কাপুর দুর্দান্ত স্টাইলিশ। বোন রিয়াই তাঁর স্টাইলিং করেন। অনামিকা খান্না থেকে রাল্‌ফ লরেন, দেশি-বিদেশি প্রায় সব ডিজাইনার লেবেলই তিনি ট্রাই করেন। তা সে শাড়ির উপর বেল্টই হোক বা ডেনিম কেটে শাড়ি, ট্রেন্ডসেটার একজনই। সোনম কাপুর। তবে শুধু পোশাকই নয়, মেকআপ, হেয়ারস্টাইল এবং অন্যান্য অ্যাকসেসরিজ নিয়েও রীতিমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন এই অভিনেত্রী। সোনমের স্টাইল স্টেটমেন্ট কতটা জনপ্রিয়, তা ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা দেখলেই বোঝা যাবে।

সোনমের মতোই পোশাক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভয় পান না স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। সম্ভবত তিনিই টলিউডের একমাত্র অভিনেত্রী, যিনি চরিত্রের জন্য পিক্সি আন্ডারকাট কেটে ফেলতে পারেন। আবার কখনও-বা কস্টিউম পার্টিতে বোল্ড ফিশনেট স্টকিংস আর ডেভিল্‌স হর্ন পরেও হাজির হতে পারেন। তিনি তথাকথিত লেটেস্ট ট্রেন্ড মেনে চলেন না। কিন্তু নিন্দুকেরাও স্বীকার করতে বাধ্য যে, স্বস্তিকার একটা নিজস্ব স্টাইল স্টেটমেন্ট রয়েছে। তাই যে কোনও পার্টি বা অনুষ্ঠানে আর পাঁচজন নায়িকা যেভাবে সাজেন, তিনি মোটেই সেভাবে সাজেন না। নিজের বোন স্টাইলিং করে দিলেও কলকাতার ছোট-বড় সব ডিজাইনার লেবেলই ট্রাই করে দেখেন তিনি। এমনকী অন্যরকম সিল্যুয়েট বা কাটের পোশাকে দিব্যি স্বচ্ছন্দ এই অভিনেত্রী। পর্দাতেও তাই পরিচালকরা সেই সুযোগটি নেন। স্বস্তিকার লুক নিয়ে চুটিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেন।

পাইয়োনিয়ার থেকে প্রিয়া

রোদের তেজে রাস্তার পিচ গলে যেত, ভরা বর্ষায় হাঁটু ছাড়িয়ে জল জমে যেত কলকাতার অলিগলিতে। এখনও যেমন বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ম করে সাতটি ঋতু আসে-যায়, তখনও ঠিক এমনিভাবে তারা আসত। আর তাদেরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বছরভর মুক্তি পেত জনপ্রিয় মনভোলানো সব বাংলা ছবি। প্রেক্ষাগৃহগুলির সামনে লম্বা লাইন পড়ে যেত টিকিটের জন্য। এক-একটি ছবি রজতজয়ন্তী, সুবর্ণজয়ন্তী, হীরকজয়ন্তী সম্পূর্ণ করত। এমনই একটি বাংলা ছবি চলেছিল বহু মাস ধরে। রেকর্ড সময় ধরে চলা ছবিটির নাম 'মণিহার'। তথাকথিত উত্তম-সুচিত্রা জুটির রোম্যান্টিক ছবি নয়। সংগীতপ্রধান প্রেমের ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় এবং বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

রেকর্ড তৈরি হয় ভাঙার জন্য। সত্যজিতের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' মুক্তি পেল। চলল প্রায় এক বছর ধরে। 'মণিহার'-এর রেকর্ড ভেঙে গেল। ষাটের দশকে বিজলী সিনেমার সামনে এরকমই ভিড় দেখেছিলেন তরুণ মজুমদার। সেই সময় হলে চলছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ'। সে ছবিও চলেছিল অনেকদিন। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির উৎপত্তি হওয়ার আগে বাঙালি যৌথ পরিবারের সদস্যরা দলবেঁধে নাইট শো-তে ছবি দেখতে যেতেন। তারপর চার-পাঁচটি রিকশায় করে বাড়িমুখো হতেন তিন-চার টাকার বিনিময়। মহিলাদের নিরাপত্তার সংশয়, ইভটিজিংয়ের প্রচলন তখনও হয়নি। ব্যাঙের ছাতার মতো তখনও গজিয়ে ওঠেনি শপিংমলের ঝাঁ-চকচকে সিনেমা হলগুলি। যে সময়ের কথা বলছি, সেটা বাবরের আমল নয়। মাত্র চল্লিশটা বছর আগে এমন সব দৃশ্য দেখা যেত আমাদের প্রিয় শহরের পথেঘাটে।

দিন বদলেছে, কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণের বাংলা ছবির প্রেক্ষাগৃহগুলো ঠাঁই করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়। রূপবাণী, চিত্রা, কালিকা, উজ্জ্বলা, বিজলী, ভারতী, পূর্ণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে চলচ্চিত্র জগৎ থেকে। অবশ্য এখনও রয়ে গিয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকটা হল। তার ভিতরে উল্লেখযোগ্য হল বসুশ্রী, ভবানী, প্রাচী, ছবিঘর, ইন্দিরা এবং প্রিয়া। অবক্ষয়ের যুগে দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের পাশে প্রিয়া আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরোত্তর তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। আজও নতুন বাংলা ছায়াছবির মহরত মানে প্রিমিয়ার শো হয় এই প্রেক্ষাগৃহতেই। হলে ঢোকার মুখে চোখে পড়ে অতীতের সুখস্মৃতি বহনকারী জনপ্রিয় একাধিক বাংলা ছবির সুসজ্জিত পোস্টার। আরও এগোলে দেখতে পাওয়া যাবে শুণ্ডির রাজার সিংহাসন। যেখানে বসে সন্তোষ দত্ত শুনেছিলেন 'মহারাজা, তোমারে সেলাম'।

প্রিয়া ফিল্মস, পিয়ালি ফিল্মস এবং পূর্ণিমা পিকর্চাসের ব্যানারে হলের প্রতিষ্ঠাতা নেপাল দত্ত এক সময় অনেক বাংলা ছবি প্রযোজনা করেছেন। সূচনা হয়েছিল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর' ছবি তৈরির মধ্য দিয়ে। মৃণাল দত্তর সহযোগে নেপাল দত্ত প্রযোজিত ছবিতে অভিনয় করেন অশোককুমার, কানন দেবী, ভারতী দেবী এবং ছবি বিশ্বাস। পাইয়োনিয়ার পিকচার্স-এর ব্যানারে নির্মিত হয়েছিল ছবিটি। এরপর থেকে বিভিন্ন নামে ছবি প্রযোজনা শুরু হল। প্রিয়া ফিল্মসের ব্যানারে, তৈরি হতে থাকল একের পর এক কালজয়ী সব ছবি। বর্তমান কর্ণধার পূর্ণিমা দত্ত জানালেন, তপন সিংহর 'হাটেবাজারে' ছবির প্রস্তুতির সময়ই প্রায় হঠাৎ করেই তৈরি হয়ে গেল অরুন্ধতী দেবীর 'ছুটি'। 'হাটেবাজারে' ছবির শুটিং হয়েছিল ভুটানের রেড ব্যাংক টি এস্টেটে। তখন বৈজয়ন্তীমালা মাঝেমধ্যে দত্ত পরিবারের বাড়িতে এসে মাটিতে বসে ক্যারাম খেলতেন। একে একে তৈরি হল 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, অশোক কুমার, রণেন আয়ন দত্ত, দীনেন গুপ্তের নাম। নেপাল দত্তের পর তাঁর পুত্র অসীম দত্তও আসেন চলচ্চিত্র প্রযোজনার কাজে। ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রিয়া প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন হয়। প্রথম প্রদর্শিত হয় চার্লি চ্যাপলিনের 'লাইম লাইট'। পরবর্তী প্রজন্মের অরিজিৎ দত্ত নানা উদ্যোগের মাধ্যমে ঐতিহাসিক এই সংস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান। পুনর্নির্মিত প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। তাই অন্য হলের তুলনায় নবনির্মিত উন্নতমানের বাংলা ছবি দেখার জন্য ভিড় হয় এই হলে। ঠিক এমনভাবে যদি শহরের অন্যান্য বাংলা ছবির প্রেক্ষাগৃহ এবং প্রযোজনা সংস্থাগুলো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হতেন, তাহলে হয়তো বাংলা ছবির ইতিহাস অকথিত এবং অলিখিত থাকত না।

অরিজিৎ মৈত্র

বি-টাউনে হারিয়ে যাওয়া বঙ্গ সুন্দরীরা

কেরিয়ার শুরু হতে না হতেই পর্দার মায়া কাটিয়ে আজ তাঁরা ব্যাকফুটে। সিলভার স্ক্রিনের মায়া ভুলে চলে গিয়েছেন অন্য জগতে। বলিউড থেকে তাঁরা একপ্রকারে নির্বাসিত। এই তালিকায় অনেকেই রয়েছেন আর তাঁদের মধ্যে আছেন কিছু বঙ্গতনয়া। এমনই কয়েকজনের কথা জানালেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত।

রিমি সেন: অভিনয় শুরু করেছিলেন বাংলা ছবি 'পারমিতার একদিন' দিয়ে। তবে

সকলের নজরে পড়ে যান হিন্দি ছবি 'হাঙ্গামা'তে কাজ করে। কয়েকটি তেলুগু ছবিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু কোনও কিছুতে স্থায়ী ছাপ রাখতে পারেননি। শেষমেশ এখন রাজনীতি ঢুকে পড়লেন রিমি। নাম লেখালেন বিজেপির খাতায়।

সাহানা গোস্বামী: মধুর ভাণ্ডারকরের ছবির নজরকাড়া অ্যাক্টিংয়ের হিরোইন।

তবে অন্য ধরনের ছবিতেই দেখা গেছে তাঁকে বার বার। 'হনিমুন ট্রাভেলস', 'ব্রেক কে বাদ', 'রক অন' ছবিগুলোয় কাজ করলেও তেমন সাড়া জাগাতে পারেননি।

তনুশ্রী দত্ত: ২০০৪-এ ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া খেতাব জয়। তারপর থেকে

বলিউডের একের পর এক মুভিতে অভিনয় করেছেন তিনি। বোল্ড অবতারে এসেছিলেন 'চকোলেট', 'আশিক বানায়া আপনে', 'সাস বহু অউর সেনসেক্স' ছবির মধ্যে দিয়ে। আর এই ইমেজে ভর করে ২০০৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি ছবিতে দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু তারপরেই কেমন যেন হারিয়ে গেলেন তিনি।

কোয়েনা মিত্র: ২০০১ সালে গ্ল্যাডগারাস মেগা মডেলের শিরোপাজয়ী। হিন্দি তামিল

ও একটি বাংলা ছবিতেও অভিনয় করেন এই মডেল কাম অ্যাকট্রেস। সেক্সি ইমেজ নিয়ে করেছেন বহু ছবি। কিন্তু বাদ সাধল কিছু শারীরিক কারণ। সরে গেলেন অভিনয় জগৎ থেকে।

Just রিলোড
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ২১ এপ্রিল ২০১৭

প্রিয়াংকা চোপড়া

নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয়ের মজাই অন্যরকম

মার্কিন টিভি সিরিজ ‘কোয়ান্টিকো’ দিয়ে হলিউডে জাঁকিয়ে বসেছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। অস্কার মঞ্চ, পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড, গোল্ডেন গ্লোবের মতো মঞ্চেও নিজের উজ্জ্বল উপস্থিতির প্রমাণ রেখেছেন। পাশাপাশি হলিউড সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন প্রিয়াংকা। খুব শিগগিরই বড়পর্দায় আসছে তাঁর ছবি ‘বেওয়াচ’। এই ছবিতে ভিলেন ভিক্টোরিয়া লিডস রূপে প্রিয়াংকাকে দেখবেন তাঁর ভক্তকুল। ‘বেওয়াচ’-এ নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করেছেন বলিউডের এই নায়িকা। কিন্তু তাতে নাকি একটুও খারাপ লাগেনি প্রিয়াংকা চোপড়ার। বরং, এরকম নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করে বেশ মজাই পেয়েছেন তিনি। এ কথা জানিয়েছেন স্বয়ং প্রিয়াংকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেতা ডোয়াইন জনসন, জ্যাক অ্যাফ্রন, আলেকজান্দ্রা ডাডারিও, কেলি রোরবাখ ও জন বেজের সঙ্গে নিজের ছবিও পোস্ট করেছেন তিনি। ছবিটির সঙ্গে প্রিয়াংকা লিখেছেন, ‘খারাপ হওয়ার মজাই আলাদা।’ তারপর সেখানে তাঁর সঙ্গে থাকা সহ অভিনেতাদের ছবি ও তাদের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি। শুটিং চলাকালে তাঁদের সঙ্গে যে মজা করে কাটিয়েছেন তাও জানাতে ভোলেননি প্রিয়াংকা।

এই সিনেমায় নাইট ক্লাবের মালিক ভিক্টোরিয়া লিডসের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। নয়ের দশকের বিখ্যাত টেলিসিরিজ ‘বেওয়াচ’ অবলম্বনে নির্মিত ‘বেওয়াচ’ ছবির এই পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়া দুটি ট্রেলারে বেশ দাপুটে মেজাজেই দেখা গেছে প্রিয়াংকাকে। সেথ গর্ডন পরিচালিত ‘বেওয়াচ’-এ প্রিয়াংকার সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন ডোয়াইন জনসন, জ্যাক এফ্রন, আলেকজান্দ্রা ড্যাডারিও, কেলি রোরবাখ, জন বেজ। ছবিটি মুক্তি পাবে এই বছর ১৯ মে।

নাটকটাতেই পুরোপুরি কনসেনট্রেট করতে চাই

আদিল হুসেন

ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দশ মিনিটের স্ট্যান্ডিং ওভেশন পেয়েছিল ‘হোটেল স্যালভেশন’। মুক্তি পেয়েছে ছবির হিন্দি ভার্সন ‘মুক্তি ভবন’। আর সেই উপলক্ষেই কলকাতায় এসেছিলেন আদিল হুসেন। বাঙালি নন। কিন্তু ঝরঝরে বাংলা বলেন। এই প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘আমি তো গড়পারেই বড় হয়েছি। বাবা ছোটবেলায় একরকম জোর করেই রবীন্দ্রনাথ পড়াতেন। রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখপথে... এই সমস্ত। তখন একেবারেই ভালো লাগত না এসব কিছু। আসলে কোনও কিছুরই তো মানে বুঝতাম না সেই সময়। পরে যত সময় গড়িয়েছে। অর্থ বুঝেছি।’

তাঁর ছবি ‘মুক্তি ভবন’ও আসলে এক বাবা ও তাঁর ছেলের গল্প। এক বাবা আর তাঁর ছেলের গল্পের পাশাপাশি মৃত্যুরও একটা গভীর তাৎপর্য রয়েছে এই ছবিটায়। তবে আদিল সাফ জানালেন, ‘এই ছবিটিকে মৃত্যুর ছবি বলা হলে ভুল বলা হবে। ছবিটি আসলে মৃত্যুর নয়, জীবনের ছবি।’ তিনি বলেছেন, ‘ছবিটিতে মধ্যবিত্ত, ছাপোষা একটা লোকের চরিত্রে রয়েছি আমি। আর আমার বাবার ভূমিকায় ললিত বহেল। যিনি জীবনের শেষ কয়েকটা দিন বারাণসীতে কাটাতে চান। আর তাই ছেলেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবার ইচ্ছাপূরণের জন্য পিছু নিতে হয়। বাবা-ছেলে রওনা হন বারাণসীর উদ্দেশে। বারাণসীর মুক্তি ভবনে ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। তবে মাত্র ১৫ দিনের জন্য। তার মধ্যে যদি যমে না নেয়, ফিরে যেতে হবে বাড়িতে। আর জীবনের এই শেষ দিনগুলোতে এসে বাবা-ছেলের সম্পর্কের টানাপোড়েনটা ভীষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।’ এই সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পান আদিল। তিনি জানালেন, সিনেমার গল্পের মতো বাস্তব জীবনেও বাবার সঙ্গে তাঁর একটা কনফ্লিক্ট চলত। সারাক্ষণ। তাঁর বাবা চাইতেন তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হোন। বিয়ে করে, সন্তান মানুষ করে, সংসার করে যাতে জীবনটা কাটিয়ে দেন। তাঁর অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছেটা মোটেই পছন্দ ছিল না তাঁর বাবার। আর তাই বোধহয় ছবির গল্পের ছেলের চরিত্রটার সঙ্গে রিলেট করতে পেরেছিলেন নিজেকে। খুঁজে পেয়েছিলেন নিজেরই জীবনের কিছু কাহিনি। তিনি হেসে জানালেন, নিজের জীবনে সেই দিনগুলি কাটিয়েছেন বলেই বোধহয় আরও ভালো করে করতে পেরেছেন চরিত্রটাকে। তাঁর মতে, ‘এটা তো কোনও সুপারম্যান মুভি নয়, যে এই ছবির সঙ্গে নিজেকে রিলেট করা যাবে না। এই চরিত্রটা এমনই যে, সকলেই নিজের সঙ্গে রিলেট করতে পারবেন।’ তাঁর এক জার্মান বন্ধু ছবিটি দেখে নাকি বলেছিলেন, ‘বাবাকে ফোন করতে ইচ্ছে করছে।’ তাঁর কাছে সেটাই ছিল সেরা কমপ্লিমেন্ট।

আদিল হুসেনকে বেশিরভাগ ছবিতেই ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যায়। কিন্তু দর্শকরা তো তাঁকে আরও বিশদে দেখতে চান। ভক্তদের সেই ইচ্ছে পূরণ কবে হবে? জবাবে আদিল বলেছেন, ‘মুক্তি ভবন’ ছবিটিতেই দেখতে পাবেন। এটা ভীষণভাবে একটা ভারতীয় ছবি। পাশাপাশি একটি মেনস্ট্রিম ফিল্মও বটে। ছবির পরিচালক নতুন। সেভাবে দেখতে গেলে কোনও বড় স্টারকাস্টও নেই ছবিতে। কিন্তু এটা আর্ট হাউস ছবি নয়। আর এই সব ছবি করে খুব বেশি টাকাও পাওয়া যায় না। তখন ফোর্স টু, কম্যান্ডো টু-এর মতো ছবিগুলো করতে হয়। ছবি বাছার সময় দেখি কার থেকে স্ক্রিপ্ট আসছে আর ছবির চরিত্রটাই বা কী। যে চরিত্রগুলো আমাকে এক্সাইটেড করে, রাতের ঘুম কেড়ে নেয়, সেই চরিত্রগুলোর চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসি।’ তাঁর মতে, ‘এই মুহূর্তে ভারতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবির জায়গাটা আগের চেয়ে অনেক ভালো। এখন নেটফ্লিক্স এসে গেছে, অ্যামাজনও এসেছে। কিন্তু সমস্যাটা হল, এখানে মার্কেট ডমিনেটস দ্য আর্ট। যেখানে আসলে হওয়া উচিত উলটোটা। ভারতের বেশিরভাগ মানুষ কি নেটফ্লিক্স ব্যবহার করতে জানেন? বা জানলেও ছবি দেখার জন্য মাসে ৬৫০ টাকা খরচ করতে পারেন কি? ধরুন যদি আমাদের ছবিটা রিলিজ করার পরের সপ্তাহেই একটা বড় বাজেটের ছবি এসে হাজার হাজার স্ক্রিন দখল করে নেয়, ‘মুক্তি ভবন’-এর মতো ছবি দেখার সুযোগ কী করে পাবেন দর্শক? অথচ বিদেশে কিন্তু এই ধরনের সিনেমাই মেনস্ট্রিম। আমাদের এখানে সেটা হতে আরও সময় লাগবে।’ তবে ‘মাটি’ ছবিতে কাজ করে ভীষণ খুশি তিনি। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বললেন, ‘দেশভাগের ক্ষত নিয়ে সম্পর্কের একটা সুন্দর গল্প। পাওলির সঙ্গে কাজ করে ভালো লেগেছে। চরিত্রটার রাগ-অভিমান-দুঃখ, সবটাই খুব ভালো ফুটিয়ে তুলেছে ও।’

তিনি থিয়েটার থেকে সিনেমায় এসেছেন। কিন্তু তারপরও থিয়েটার-প্রেম কমেনি। জানালেন, কিছুদিন পরেই কেরালা যাচ্ছেন তিনি। কুডিয়াট্টম বলে সেখানকার একটা আর্ট ফর্ম রয়েছে। যেখানে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে আবেগের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার শেখানো হয়। অবশ্য এই ধরনের অভ্যেস আগেও করেছেন তিনি। এটি শেখার জন্য এর আগে প্রায় চার বছর হাম্পিতে কাটিয়েছিলেন তিনি। এই কুডিয়াট্টম রপ্ত করার পর মঞ্চে একটা নাটক করতে চলেছেন তিনি। নাম ‘কর্মনিষ্ঠা’। এই নাটকটা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের মধ্যে কথোপকথন নিয়ে। দুটো ভূমিকাতেই অভিনয় করবেন তিনি। এই ‘কর্মনিষ্ঠা’ তাঁর ড্রিম প্রোজেক্ট বলেও জানালেন আদিল। পাশাপাশি আরও জানান, এই বছরে আর কোনও ছবিতে অভিনয় করবেন না তিনি। আপাতত নাটকটাতেই পুরোপুরি কনসেনট্রেট করতে চান। যদিও এর সঙ্গে একটা হলিউড প্রোজেক্টেরও কথা চলছে। যদিও সেটা নিয়ে এখনই বিশেষ কিছু বলতে নারাজ আদিল। তবে সঙ্গে এও বললেন যে, ‘ওটা হলে আগামী তিন-চার বছর আর কিছু করতে হবে না আমায়।’

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ২১ এপ্রিল ২০১৭

বিরাটের জন্য নগ্ন হবেন পাক মডেল

নাম শাবানা। আরে না, তাপসী পান্নুর সিনেমা 'নাম শাবানা'র কথা বলা হচ্ছে না। ইনি পাকিস্তানি মডেল। তাঁর নাম শাবানা। তবে তাঁকে কেউই সেভাবে চেনেন না। তবে তিনি যে কাণ্ডটি করতে চলেছেন, তাতে সবাই শাবানাকে এককথায় চিনে যাবে।

এখন বলতে পারেন এটি একটি ট্রেন্ড। কীভাবে প্রচারের আলোয় আশা যায়। এর আগেও আমরা দেখেছি ভারতীয় মডেল পুনম পাণ্ডে কিংবা প্রয়াত পাক মডেল কান্দিল বালুজকে। তাঁরা এমন কিছু কর্মকাণ্ড করেছিলেন যা তাঁদের প্রচারে এনে দিয়েছিল। তাঁরা কী করেছিলেন? সে তো সবারই জানা।

সেরকমই কিছু করবেন বলে ঘোষণা করলেন পাক মডেল শাবানা। তিনি বেছে নিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে। জানেন, কী করবেন তিনি? নগ্ন হয়ে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে নিজের ভালোবাসা জাহির করতে চান মডেল শাবানা। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের মনের ইচ্ছের কথা জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, বিরাটের খেলা দেখতে দারুণ লাগে তাঁর। সদ্য সমাপ্ত ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে বিরাটের আগ্রাসনে ফিদা হয়ে গিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর কাঁধে চোট লাগায় বেশ মনখারাপ শাবানার। তাঁর আশা, সুস্থ হয়ে দ্রুত আইপিএল-এ যোগ দিতে পারবেন আরসিবি ক্যাপ্টেন। আর তখনই দলে ফেরার উপহার হিসাবে নিজের নগ্ন ভিডিও বিরাটকে দেবেন পাক মডেল। এখানেই শেষ নয়। শাবানা জানিয়েছেন, পাকিস্তান থেকে নয়, ভারতে এসে সেই ভিডিও শ্যুট করবেন তিনি। তাঁর ইচ্ছা, বিরাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সেই ভিডিও দেখানোর।

মডেলদের এমন ইচ্ছে অবশ্য নতুন কোনও বিষয় নয়। এর আগে জনপ্রিয় মডেল পুনম পাণ্ডেও বলেছিলেন, ভারত ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতলে নগ্ন হবেন তিনি। তাছাড়া বিশ্ব ফুটবলে এমন উদাহরণ তো হাজার হাজার রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল পাক মডেলের এই ইচ্ছের কথা বিরাটের কানে কি পৌঁছেছে?

শহিদ আফ্রিদির দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছে

ফের বিয়ে করতে চলেছেন শহিদ আফ্রিদি? হ্যাঁ, নিজেই এরকম ইচ্ছের কথা বলেছেন। তবে পাত্রী কে?

কেরিয়ারের প্রথমদিকে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি আকর্ষণীয় চেহারার কারণেও বেশ জনপ্রিয় ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক অলরাউন্ডার শহিদ আফ্রিদি। মাঠে আফ্রিদি খেলছেন আর গ্যালারিতে 'ম্যারি মি আফ্রিদি' লেখা প্ল্যাকার্ড ছিল এক সময় পরিচিত দৃশ্য। অল্প বয়সে বিয়ে করে ফেলা এই জনপ্রিয় ক্রিকেটারের কি কখনও দ্বিতীয় বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছিল?

পাকিস্তানের টিভি চ্যানেল জিও নিউজে 'জিরগা' নামক একটি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন আফ্রিদি। সেখানেই উপস্থাপক সেলিম সাফি মজা করে আফ্রিদির কাছে জানতে চান, দ্বিতীয় বিয়ে করবেন কি না?'

ওই সময় আফ্রিদি বলেন, 'প্রতিটি মানুষই দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়। অনেকেই করে, আবার অনেকেই বিষয়টা ইচ্ছার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। আমিও দ্বিতীয়টির দলে। ইচ্ছার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে নয়।' মজা করার ফাঁকে আফ্রিদি এও জানালেন, কেন অল্প বয়সে বিয়ে করেছেন। তিনি বলেন, 'বিতর্ক থেকে দূরে থাকতেই আমি খুব কম বয়সে বিয়ে করেছি। কোনও বিতর্কিত বিষয় যেন আমাকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে নিতে না পারে। আমি কখনও ট্যাবলয়েডের শিরোনাম হতে চাইনি।'

আমি তোমাকে দেখতে চাই: রোনাল্ডো

অনেকে মজা করে বলে থাকেন মেয়ে পেলে ফুটবলকে ভুলে যেতে পারেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কিন্তু, আসলে ফুটবল তাঁর পায়ে পড়লে অন্য কথাই বলে। তবে মেয়ে নিয়ে বিতর্কটাও খুব একটা কম নয় রোনাল্ডোর। পাঁচটা বছর ঘর করেই ব্রেক-আপ করেছিলেন ইরিনা শায়েক। সম্পর্ক ছেদের একাধিক কারণ থাকলেও, সবচেয়ে বড় ইস্যু ছিল সিআর সেভেনের অন্য নারীর প্রতি আসক্তি।

ইরিনা থাকা সত্ত্বেও তাঁর পিছনেই অনেক মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন রোনাল্ডো। হোয়াটসঅ্যাপ করে নাকি কথা বলতেন। তাঁদের সঙ্গে আলাদা করেও সময় কাটাতেন রোনাল্ডো। এমনকী বর্তমান গার্লফ্রেন্ড জর্জিনা রডরিগেজের সঙ্গ না-পেলেও রোনাল্ডো অন্য কাউকেই যোগাযোগ করেন। ইরিনা হোক বা জর্জিনা। রোনাল্ডোর অন্য সেই মহিলার মধ্যে অন্যতম এরিকা ক্যানেলা। মিস বামবাম বলেই পরিচিত এই ব্রাজিলিয়ান সুন্দরী।

মিস বামবাম বলছেন, 'রোনাল্ডোর সঙ্গে দেখা হওয়াটা স্বপ্নপূরণের মতো। ওর মতো পুরুষকে আমি বরাবরই পছন্দ করি। আমি ভেবেছিলাম যে, রোনাল্ডো বার্বি মডেলের মতোই কাউকে পছন্দ করবে। ভাবতে পারিনি আমার মতো এরকম বিগ বটমড ব্রাজিলিয়ানকে পছন্দ করবে। রোনাল্ডো নিজেই হোয়াটসঅ্যাপ করে বলল, তুমি কি আমার বাড়িতে আসতে চাও। আমি তোমাকে দেখতে চাই। ওই আমার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আমার হোটেলেই ওর পাঠানো গাড়ি এসেছিল।'

রিং-এর মধ্যেই প্রোপোজ!

রেসলিং দেখতে অনেকেই ভালোবাসেন। ছোট থেকে অনেকেরই আন্ডারটেকার, জন সিনাদের দেখার জন্য বাবা-মায়ের কাছে অনেক বকা শুনতে হয়েছে। তবে টিভিতে রেসলিং দেখা ছাড়েননি। আপনার ফেভারিট রেসলার যদি জন সিনা হয় তাহলে এটা জেনে রাখুন যে বিয়ে করতে চলেছেন জন সিনা। পাত্রী নিকি বেলা।

চার বছরেরও বেশি তাঁরা প্রেম করছেন। একে অপরের সঙ্গী। এবার সেই সম্পর্ককে আরও পাকাপাকি বাঁধন দিলেন হলিউড অভিনেতা ও কুস্তিগির জন সিনা। লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে রিং-এই হাঁটু মুড়ে বসে গার্লফ্রেন্ড নিকি বেলাকে প্রোপোজ করলেন প্রো-রেসলিংয়ের সুপারস্টার। চোখের জলে তাতে সায় দিয়েছেন নিকিও।

ট্রিপল ডব্লিউ-র ৩৩তম পর্বের ম্যাচ ছিল ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোয়। জনের মতো নিকিও পেশাদার কুস্তিগির। স্টেফানি নিকোল গার্সিয়া-কোলাসের থেকে নিকি বেলা নামেই রিংয়ে পরিচিত তিনি। বহু ম্যাচে জনের সঙ্গেও থেকেছেন। তবে জনের মনে মনে যে এই ভাবনা চলছে তা বোধহয় আঁচ করতে পারেননি নিকিও। রিং-এর ভিতরেই নিকির সামনে মাইক হাতে দাঁড়িয়ে পড়েন জন। হাতে একটি ছোট কালো কৌটোয় ভরা হিরের এনগেজমেন্ট রিং। বাঁ-হাঁটু গেড়ে রিংয়েই বসে পড়েন জন। খানিকটা বাধো বাধো ভাবে বলেন, অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। স্টেফানি নিকোল গার্সিয়া-কোলাস, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? জনের প্রোপোজালে চোখে জল এসে যায় নিকির। ছলছল চোখে 'হ্যাঁ' বলেন তিনি। নিচু হয়ে জনকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করেন। এরপর নিকিকে রিং পরিয়ে জড়িয়ে ধরে চুম্বন জনের। গোটা স্টেডিয়াম তখন উল্লাসে চিৎকার করছে।

Just খেলা
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ২১ এপ্রিল ২০১৭

পার্টিতে অন্তরঙ্গ নেইমার, সঙ্গে বান্ধবী ব্রুনা

সাম্বার দেশ ব্রাজিল। ফুটবলের দেশ ব্রাজিল। পেলের দেশ ব্রাজিল। বিশ্বকাপ মানেই ব্রাজিল। কিছুদিন আগেই ২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলার টিকিটও নিশ্চিত করা হয়ে গিয়েছে। যেদিন গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল প্যারাগুয়েকে। সেদিনই প্রথম দল হিসাবে রাশিয়া বিশ্বকাপের টিকিটও নিশ্চিত করেছে সেলেসাওরা।

ব্রাজিলকে চূড়ান্ত পর্বের টিকিট নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন নেইমার। প্যারাগুয়ের বিপক্ষেও দ্বিতীয় গোলটি তাঁরই ছিল। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে জিতে ২০১৮ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করার মাত্র ঘণ্টা দু'য়েক পরই পার্টিতে মজেন ব্রাজিলের সেরা তারকা নেইমার। সাও পাওলোর এই পার্টিতে নেইমারকে সঙ্গ দিয়েছেন তাঁরই আলোচিত বান্ধবী ব্রুনা মারকুইজিন। এসময় তাঁদের বেশ অন্তরঙ্গভাবেই আবদ্ধ করা হয় ক্যামেরার ফ্রেমে।

বর্তমান বিশ্ব ফুটবলের সেরা তারকা নেইমার। অন্যদিকে ব্রাজিলের টেলিভিশন জগতের অত্যন্ত পরিচিত মুখ ব্রুনা মারকুইজিন। নেইমারের বার্সেলোনা যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক বেশ ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের শুরুতেই ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে নেইমারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে বসেন ব্রুনা। ব্যাপারটি মানসিকভাবে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল ব্রাজিলিয়ান তারকাকে। মানসিক আঘাত কাটিয়ে নতুন করে প্রেমেও মজেছিলেন নেইমার। পেশায় সুপার মডেল গ্যাব্রিয়েলা লেনজির সঙ্গে। কিন্তু তাও খুব বেশিদিন টেকেনি!

টয়লেট পেপারে হিগুয়েন

২০১৩ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে নাপোলিতে যোগ দেন গঞ্জালো হিগুয়েন। সিরি-এ লিগে তিন বছর খেলে অসাধারণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে ক্লাবটির সমর্থকদের হৃদয়ে আলাদা করেই জায়গা করে নেন এই আর্জেন্টাইন তারকা।

কিন্তু চলতি মরশুম শুরুর আগেই নাপোলির সমর্থকদের হৃদয় ভেঙে জুভেন্টাসে হিগুয়েন। যে কারণে নাপোলির ভক্ত-অনুরাগীদের হৃদয় থেকে হারিয়ে যান হিগুয়েন। জুভেন্টাসে যোগ দেওয়ার পরই তাঁকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে আখ্যায়িত করে নাপোলির সমর্থকরা। আবারও সাবেক ক্লাব নাপোলিতে ফিরছেন

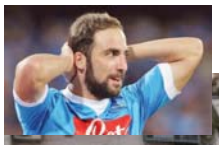

গঞ্জালো হিগুয়েন। কিছুদিন সিরি-এ লিগের ম্যাচে জুভেন্টাস-নাপোলি ম্যাচ ছিল। এই ম্যাচের আগে সমর্থকদের রাস্তায় টয়লেট পেপার বিক্রি করতে দেখা গেছে। যে-টয়লেট পেপারে ব্যবহার করা হয়েছে গঞ্জালো হিগুয়েনের মুখ! এ থেকেই বোঝা যায়, আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারের প্রতি কী ভালোবাসাটাই না জন্মেছিল নাপোলির। যা বর্তমানে পরিণত হয়েছে সীমাহীন ক্ষোভে।

জুভেন্টাসে যোগ দেওয়ার পর এটাই অবশ্য হিগুয়েনের প্রথম নাপোলি সফর ছিল না। এর আগেও সাও পাওলোতে খেলেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, এই মরশুমে তাঁর সাবেক ক্লাব নাপোলির বিপক্ষে দুটি গোলও করেছেন তিনি। তবে গোল উদযাপন করেননি আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার। এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত জুভাদের হয়ে ২৯ ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করেছেন গঞ্জালো হিগুয়েন। এই সময়ের মধ্যে প্রতিপক্ষের জালে ১৯বার বলও জড়িয়েছেন ২৯ বছর বয়সি এই তারকা ফুটবলার।

ফুটবলারের চুক্তি বাতিল করতে পিস্তলের হুমকি

আবারও মনে পরে গেল ভারতীয় ফুটবলের একসময় সাড়া ফুটবলার রহিম নবির কথা। টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে রিলিজের পর নবিকে অপহরণ করেছিল মহামেডান ক্লাব। একপ্রকার ভয় দেখিয়েই নবিকে সই করিয়েছিল তৎকালীন সাদা-কালো কর্তারা। সেরকমই এক ঘটনা ঘটল। তবে ঘটনাটি ভারতের নয়। আর নবির থেকেও ভয়ঙ্কর ঘটনা। এখানে চুক্তি করানোর জন্য নয়, ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি বাতিলের জন্য।

ক্লিফটন মিহেসোর সঙ্গে যা হলো, সেটা বাড়াবাড়ি। পিস্তলের হুমকিতে তাঁকে চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য করেছে তাঁর ক্লাব! কেনিয়ান ফুটবলার মিহেসো চুক্তিবদ্ধ ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার গোল্ডেন অ্যারো দলের সঙ্গে। কিন্তু এ বছরের শুরুতেই সে চুক্তি বাতিল হয়েছে। মিহেসোর আইনজীবী ফিফার কাছে অভিযোগ করেছেন, তাঁর মক্কেলকে বাধ্য করা হয়েছিল এ কাজে রাজি হতে। বিশ্ব খেলোয়াড় সংস্থা ফিফপ্রো জানিয়েছে, ক্লিফটন মিহেসোর আইনজীবী ফিফার কাছে অভিযোগ করেছে, গোল্ডেন অ্যারোর সঙ্গে তাঁর চুক্তিটা শেষ করতে দুজন পিস্তলধারী বাধ্য করেছিল। মিহেসোও জানিয়েছেন, ক্লাবের প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে কথা বলতে

গিয়েছিলেন, কিন্তু উল্টো হুমকি দিয়ে তাঁর চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

কেনিয়ার হয়ে ১৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা মিহেসো তাঁর প্রাপ্য ২২ হাজার ডলার আদায়ের জন্য ফিফার কাছে আবেদন করেছেন এবং এমন কৃতকার্যের যোগ্য শাস্তি চেয়েছেন।

জেলখানাতে গোলরক্ষক ছিলেন সানচেজ

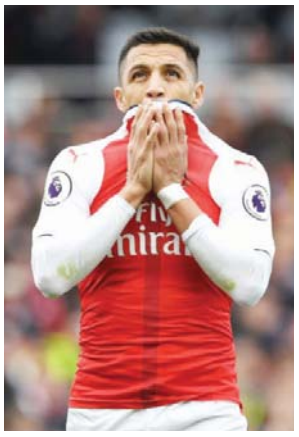

ভরসার নাম অ্যালেক্সিস সানচেজ। আর্সেনালের প্রাণভোমরা। বার্সেলোনাতে চুটিয়ে খেলে এখন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল আর্সেনালে খেলছেন। দীর্ঘ পেশাদার কেরিয়ারে অনেক স্টেডিয়ামেই খেলার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তবে বিশ্বের বিখ্যাত স্টেডিয়ামে খেলা এই চিলিয়ান উইঙ্গার এমন এক অভিজ্ঞতার কথা জানালেন, যা আপনি চমকে যাবেন।

রাস্তায় এমনকি স্থানীয় জেলখানার ভেতরেও খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। তবে মজার ব্যাপার হলো, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা এই ফরোয়ার্ড শৈশবে খেলেছেন গোলরক্ষক হিসেবে। কিন্তু তখন থেকেই জয়ের চরম নেশা ছিল তাঁর। এ প্রসঙ্গে সানচেজ বলেন, আমি তখন রাস্তায়, কাদায় খেলেছি এমনকি স্থানীয় জেলখানাতেও খেলতে যেতাম। আমি তখন গোলরক্ষক হিসাবে খেলতাম।' তিনি আরও বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই আমি পেশাদার ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। প্রথম প্রথম আমার জয়ের নেশা ছিল প্রচণ্ড রকমের। তবে আমি সবসময়ই বড়দের সঙ্গে খেলতে খুব পছন্দ করতাম। এটাও ঠিক যে, তাদের অনেককে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগতো।'

সানচেজের বিস্ফোরণ ঘটেছিল ইতালিয়ান সিরি-এ লিগের দল উদিনেসে। পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হয়ে তাকে কিনে নিয়ে আসে স্পেনের জায়ান্ট ক্লাব বার্সেলোনা। লা লিগার এই ক্লাবটিতে তিন বছরে খেলেছেন ৮৮ ম্যাচ। এই সময়ের মধ্যে প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়েছেন ৩৯বার। কিন্তু সর্বশেষ ২০১৪ সালে কাতালান ক্লাবটি ছেড়ে নতুন করে ঠিকানা গড়েন প্রিমিয়ার লিগে। আর্সেনালের জার্সিতে ৯২ ম্যাচ খেলে প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়েছেন ৪৭বার।

রিয়ালে যেতে স্প্যানিশ ভাষা শিখছেন হ্যাজার্ড

২০১২ সালে পথ চলা শুরু। ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান ছেড়ে ইডেন হ্যাজার্ডের নতুন ঠিকানা হয়ে যায় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে। এরপর শুধুই সামনের দিকে এগিয়ে চলা। ধীরে ধীরে অসাধারণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে চেলসির অন্যতম ভরসা হয়ে ওঠেন বেলজিয়ামের এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের গুঞ্জন, চেলসি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদ যাচ্ছেন ইডেন হ্যাজার্ড।

শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড 'মেট্রো'র খবর, লা লিগায় যাওয়ার জন্য হ্যাজার্ডও নিজেকে প্রস্তুত করছেন। সেজন্য স্প্যানিশ ভাষাও শিখছেন ২৬ বছর বয়সি এই তারকা ফুটবলার। মেট্রোর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় ইডেন হ্যাজার্ডকে পেতে নাকি ১০০ মিলিয়ন পাউন্ডও খরচ করতে প্রস্তুত উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। হ্যাজার্ডেরও ইচ্ছে ক্লাবটির অভিজ্ঞ কোচ জিনেদিন জিদানের সঙ্গে একত্রে খেলা।

যদিও-বা চেলসি হ্যাজার্ডের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। আর মেইল অনলাইনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হ্যাজার্ড বলেছেন তাঁর ছেলেমেয়েরা এখন লন্ডনের পরিবেশের সঙ্গেই মানিয়ে নিয়েছে। সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ছেড়ে স্পেনে যাওয়াটা হ্যাজার্ডের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই।

গ্রীষ্মকালীন দলবদলে রিয়ালের সংক্ষিপ্ত তালিকায় রয়েছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের জায়ান্ট ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মার্কাস রাশফোর্ডও। রেড ডেভিলসদের তরুণ প্রতিভাবান এই ইংলিশ স্ট্রাইকার ইতিমধ্যেই নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরে আলোচনায় উঠে এসেছেন। তার সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদ দৃষ্টি রাখছে কাইলিয়ান এমবাপ্পি, পিয়েরে এমেরিক অবামেয়াং এমনকী আন্দ্রেয়া বেলত্তির উপরও।

Just বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ২১ এপ্রিল ২০১৭

কতদিনই-বা তাঁকে আর দেখা যাবে! সেই দৌড়গুলো সবই ইতিহাস। শেষবারের মতো ট্র্যাকে নামছেন উসেইন বোল্ট। অনেক বিতর্ক হয়েছে তাঁকে নিয়ে। সেসব এখন থাক। তার সাফল্য যেন সব বিতর্কেকেই ঢেকে দেয়। এই মুহূর্তে তিনি ডুবে রয়েছেন প্রস্তুতিতে। জামাইকায় শেষবারের মতো ট্র্যাকে নামবেন বোল্ট। তার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রেসার্স ট্র্যাক ক্লাব গ্রাঁ প্রি-র সেই রাজকীয় অ্যাথলেটিক্স মিটে উপস্থিত থাকবেন গ্রেট ব্রিটেনের মো ফারা, কিনিয়ার ডেভিড রুশিদারর মতো কিংবদন্তি অ্যাথলিট।

অবসর তো নিয়েই নেবেন বোল্ট। জীবনটা এখন কীভাবে কাটাচ্ছেন বোল্ট? তার জবাব, 'আমি তো আগের মতোই একই গতিতে দৌড়চ্ছি। জীবনটাই এক লম্বা ট্র্যাক। সেখানে থামা যায় না। জীবন ছুটছে। আমিও ছুটছি। এখানে কোনও বিশ্রাম নেই।' জীবনটা এখন পাল্টে ফেলেননি। আগের মতোই নিয়ম মেনে চলেন। যেখানে-সেখানে যান না। ইচ্ছামতো সবকিছু করতে পারেন না। যা ইচ্ছে খেতে পারেন না। অনেক মেনে চলতে হয় বোল্টকে। এই প্রসঙ্গে বোল্ট বললেন, 'জীবনে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছতে হলে কঠোরতম পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। আমি সেই মন্ত্রে আগের মতোই বিশ্বাসী। দৌড় আমার ধ্যানজ্ঞান।'

আগের মতোই কি চিকেন নাগেটস খান বোল্ট? ছোট থেকে কিনা চিকেন নাগেটস খেতে ভালোবাসতেন। দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে একটা। কিন্তু, অনুশীলন চলাকালীনও কি খান?

'হা হা হা...। ওটা ছাড়তে পারব না। কিন্তু আমার গুরু গ্লেন মিলসও কড়া নজরদারি চালান। তবে আগের চেয়ে একটু নমনীয় হয়েছেন। প্রত্যেক দিনের রুটিনে বাঁধা খাদ্য তালিকায় এখন নাগেটস যুক্ত হয়েছে।' চিকেন নাগেটসটা এবার খেতে পারব জানালেন কিংবদন্তি অ্যাথলিট।

সতীর্থ নেস্তা কার্টার ডোপিংয়ের কারণে ২০০৮ সালের বেজিং অলিম্পিক্স রিলে পদক খুইয়েছে। এই ঘটনায় বেশ হতাশ হয়েছেন বোল্ট। তবে কার্টারের ওপর কোনও রাগ নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কোনও আক্ষেপ নেই। কার্টারের প্রতিও রাগ নেই। জীবনে অনেক ঘটনাই ঘটে, যার জন্য কেউই প্রস্তুত থাকেন না। এটাও তেমনই। আমি নিজের কাজ করেছি। তিনটি অলিম্পিক থেকে ন'টি পদকই জিতেছিলাম।'

জামাইকার পাশাপাশি বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে ডোপিংয়ের অভিশাপ দেখে কি হতাশ লাগে?

উত্তরে বোল্ট জানান, 'এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা কিছু হতে পারে না। কিন্তু সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে দেননি। প্রত্যেকদিনের শেষে এটা ভেবেই তৃপ্তি পাই যে, আমি সততার সঙ্গে ট্র্যাকে দৌড়েছি। কেউ আমার সামনে দাঁড়াতে পারেনি। তবে এই পরিস্থিতি থাকবে না। ওয়াডা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স নিয়ে মানুষের মনে জমতে থাকা সন্দেহও কেটে যাবে একদিন। হয়তো সময় লাগবে।'

অনেকদিন তো ট্র্যাকে কাটিয়ে দিলেন বোল্ট। কিন্তু এখনও মোটিভেশন পান কোথা থেকে? কী কাজ করে তাঁকে উজ্জীবিত করার পেছনে? বোল্ট জানান, 'অকল্পনীয় পরিশ্রম এবং অনুশাসনের বন্ধনে থেকে আমি এই উচ্চতায় পৌঁছেছি। আমি নিজেই নিজের প্রেরণা। অন্য কাউকে চোখের সামনে রাখার প্রয়োজন পড়ে না।'

সম্প্রতি আপনার ক্রীড়া সরঞ্জাম সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বিরাট কোহলির। বোল্টের কেমন লাগে কোহলিকে? 'দারুণ ক্রিকেটার। মাঠে এবং মাঠের বাইরে চনমনে। খুব হাসিখুশি। যেটা ওর দলের অন্য ক্রিকেটারদের মতো দর্শকদেরও খুব

আনন্দ দিয়ে থাকে। আমার চোখে কোহলি এই মুহূর্তে ক্রিকেটের গ্রেট এন্টারটেইনার। বললেন বোল্ট। ক্রিকেট খুব একটা বেশি পছন্দ না করলেও বিরাট কোহলি তার প্রিয় ক্রিকেটার। বিরাট কোহলির খেলাও দেখেছেন তিনি। বলেছেন, 'খুব বেশি দেখিনি। তবে গত বছর আইপিএলে ওর কয়েকটি ম্যাচ দেখেছিলাম টেলিভিশনে। আমার প্রিয় বন্ধু ক্রিস গেইলও ওর সঙ্গে খেলে। দলকে চাঙ্গা রাখতে মাঠে এবং মাঠের বাইরে থেকে কোহলির আগ্রাসী প্রতিক্রিয়াগুলো দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি।' কোহলির সঙ্গে দেখা হলে কী বলবেন বোল্ট? নিজেই বললেন সে কথা। 'ওর ব্যাটিংটা দেখতে দারুণ লাগে। চাইব ওর থেকে ব্যাটিংটা শিখে নিতে।' বললেন তিনি।

সম্প্রতি বোল্ট বলেছিলেন, ওয়েন রুনির পরিবর্তে তাঁকে নিলে বেশি উপকৃত হতো ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওটা মজা করে বলেছিলাম। ওয়েন রুনি ইংল্যান্ড ফুটবলের অন্যতম সেরা মুখ। দারুণ ফুটবলার। আমার খুব প্রিয়।' ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে কি আবার দেখা যেতে পারে তাঁকে? বোল্ট বললেন, 'এখনই তা নিয়ে কিছু বলতে চাই না। পা দুটো কতটা সচল থাকবে, সেটা নিয়েও তো ভাবতে হবে। কিছুই বলতে পারছি না এই মুহূর্তে। আমাকে দেখে যেন সমস্ত মানুষ একসঙ্গে বলে ওঠেন, দেখো এই সে, যে সততার সঙ্গে অ্যাথলেটিক্সকে নিয়ে গিয়েছে উৎকর্ষের শীর্ষে। সেটাই আমার কাছে হবে সেরা প্রাপ্তি।'